



240066 - ব্যাংক একটা নরিদষ্টি পরমাণ ঋণ দিয়ে এই শর্তে যে, কিছু অতিরিক্তসহ ব্যাংককে পরশিোধ করতে হবে; এমন ঋণ নয়ের হুকুম কী?

প্রশ্ন

সৌদি আরবেরে এমন এক ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া কী জায়গে হবে যার শরীয়াহ বোর্ড ঋণের অতিরিক্ত একটা এমাউন্ট প্রদানকে জায়গে বলে? ঋণটা নিয়ে আমি আমার দেশে মশিরে একখণ্ড জমি কিস্তিতে ক্রয়ের জন্য বুকিং এর ডাউন পেমেন্ট করব। তারপর এক বছরের মাথায় স্টোর মালিকানা হস্তগত করব; যেনে সেখানে বাড়ী বানানো যায় বা স্টো বক্রিকরা যায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ঋণের চুক্তিতে ঋণদাতার জন্য ঋণগ্রহীতাকে এমন শর্ত দেওয়া জায়গে নাই যে, সে যে পরমাণ ঋণ নিয়েছে তার চয়ে বশেী তাকে ফরিয়ে দিতে হবে। কারণ আলমেরা এই মর্মে ইজমা করছেন যে, যে ঋণ ঋণদাতাকে কোন প্রকার উপকার দিয়ে স্টোই সুদ।

ইবনে কুদামা রাহমাহুল্লাহ তার ‘আল-মুগনী’ বইয়ে (৪/২৪০) বলেন: “যে ঋণে বৃদ্ধির শর্ত করা হয়েছে স্টো হারাম হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমিত নই। ইবনুল মুনযরি বলেন: তারা (আলমেগণ) এই মর্মে ইজমা করছেন যে, ধারদাতা যদি ধারগ্রহীতার কাছে অতিরিক্ত বা উপহারের শর্ত করে এবং স্টোর উপর ভিত্তি করে ধার দিয়ে; তাহলে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা সুদ বলে গণ্য হবে।

উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণতি আছে যে, তারা এমন ঋণ থেকে নষিধে করছেন য্টো কোন প্রকার উপকার দিয়ে।”[সমাপ্ত]

দুই:

ঋণ-গ্রহীতার উপর ঋণ ইস্যু করার প্রকৃত সারভসি ফি-এর দায় অর্পণ করা জায়গে। তবে শর্ত হলো, প্রদত্ত ফি-এর পরমাণ ঋণ প্রদানের সারভসিসমূহের প্রকৃত খরচের সমান হওয়া। যদি ধার্যকৃত অংক প্রকৃত খরচের চয়ে বশেী হয়, তাহলে



সহে বাড়তি অংক সুদ।

ইসলামী ফকিহ একাডেমির সিদ্ধান্ত নং: ১৩ (১/৩)-এ এসছে:

“এক: লোন ইস্যু করার জন্য ফিনেওয়া জায়জে। তবে শর্ত হলো এটি প্রকৃত খরচের সীমার মধ্যে হতে হবে। দুই: সবোর প্রকৃত খরচের চয়ে বশোঁ কিছু নয়ো হারাম। কারণ এটা শরীয়তে নষিদিধ সুদরে অন্তর্ভুক্ত।”[সমাপ্ত]

প্রকৃত খরচ থেকে ফিএর পরিমাণ যো বশোঁ নয়, সটো নশ্চিতি হওয়া যাবে এভাবে যো, ঋণরে অংক বাড়লেও ফিনা বাড়া কংবা পরশিোধে বলিম্ব হলোও ফিনা বাড়া।

শাইখ ইউসুফ আশ-শুবাইলী হাফযাহুল্লাহ বলেন:

“যদি ব্যাংককে পরশিোধরে শর্তকৃত অতিরিক্ত অংক ঋণ পরশিোধরে সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত হয় অথবা ঋণরে মূল্যমানরে সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সটো হারাম; চাই সহে অতিরিক্ত অংক ব্যাংককে একাধিক কস্তিতি পরশিোধ করা হোক (উদাহরণস্বরূপ, বার্ষিক ০.৫% প্রদান করা) কংবা ঋণ নওয়ার সময় বা ঋণ পরশিোধরে সময় একবারে পরশিোধ করা হোক। অনুরূপভাবে এটাকে মুনাফা, সার্বভসি সার্বজ, ফসি বা অন্য যো নামহে অভিহিত করা হোক না কনে। কারণ চুক্তিগুলোতে ব্যবহৃত নানা শব্দাবলীর মরম ও গূঢ়ার্থই বিবেচ্য; শব্দগুলো নয়।

আর যদি শর্তকৃত অতিরিক্ত অংক অপরবির্তনীয় হয় এবং ঋণরে মূল্যমান দ্বারা এটি প্রভাবতি না হয় কংবা পরশিোধরে সময়সীমা দ্বারাও প্রভাবতি না হয়; যমেন- ঋণ ইস্যু করার জন্য ব্যাংক একটি ফকিসড ফি ধার্য করে নলি; উদাহরণস্বরূপ সটো একশ পঞ্চাশ দিনার; তাহলে এই লনেদনে জায়যে মরমে প্রতীয়মান হবে। চাই এই ফি ঋণ পরশিোধ করা থেকে আলাদাভাবে পরশিোধ করা হোক কংবা ঋণরে মোট অংকরে সাথে যোগ করে পরশিোধ করা হোক। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই ফি ঋণরে অংকে বৃদ্ধি করা নয়; বরং এটি হল এমন পাওনা যা ঋণ ইস্যুর বিভিন্ন কাজ যমেন ফোন করা, দললিপত্র লখো, কর্মচারীদের বতেন দেওয়া ইত্যাদির বনিমিয়ে ব্যাংক এর হকদার। এগুলো এমন কর্ম শরীয়তরে দৃষ্টিতে যোগেলোর বনিমিয় নওয়ার অধিকার আছে।”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।